সংবাদ

তারিখ ... 25 MAR 2013
পৃষ্ঠা ...

ইবি ফের অস্থিতিশীল করে তুলছে ছাত্রলীগ

প্রতিনিধি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘ অচল অবস্থা নিরসনের পর বেশ কিছুদিন আগে সচল হলেও আবার অস্থিতিশীল পরিবেশের দিকে যাচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। আগের মতো আবারও ছাত্রলীগের, স্থানীয় চাকরি প্রত্যাশী ও বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে ভাঙচুর, অফিস লুট ও আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে আতঙ্ক ছড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ লাভে নেমেছে। গতকাল 'বি' ইউনিট সমন্বয়কারীর অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয় তারা। এরপর বেলা ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনে গিয়ে ভিসি অফিস ভাঙচুর করে তারা।

বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল ১০টার দিকে ৫০-৬০ জন ছাত্রলীগের স্থানীয় চাকরি প্রত্যাশী ও বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয় অনুষদ ভবনে আসে। এরপর তারা 'বি' ইউনিট সমন্বয়কারী প্রফেসর ড. ত. ম. লোকমান হাকিমের অফিসের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র লুট করে নিজেদের তালা ঝুলিয়ে দেয়। ইউনিট সমন্বয়কারীর ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে যোগসাজশ করার জন্য তাকে ভয় দেখাতে অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরপর বেলা ১২টার দিকে চাকরি প্রত্যাশী জাপানের নেতৃত্বে চাকরি প্রত্যাশী লেলিন, হিটলার, সুজেল, কাশেম জোরপূর্বক নিয়োগ দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকারের সঙ্গে দেখা করতে তার অফিসে যায়। কিন্তু ভিসি অফিসে না থাকায় তারা দরজায় লাথি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে অফিসের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে। ভাঙচুরের পর তারা প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার ব্যাপারে হুমকি দিয়ে চলে আসে। ভিসি অফিস ভাঙচুর করে চলে যাওয়ার পর সেখান থেকে বারুদের গন্ধ আসতে থাকে। প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত সেখান থেকে গন্ধ আসে। ইবি থানার ওসি

ফের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

ফের : অস্থিতিশীল

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

গাজী রুহুল আমীনের নেতৃত্বে সেখানে অনুসন্ধান করা হলেও কিছু পাওয়া যায়নি। ভাঙচুরের ঘটনায় প্রত্যক্ষ জড়িত ছিল ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির সহ-সভাপতি হিটলার, লেলিন ও বহিরাগত সন্ত্রাসী পিকুল ওরফে বোমা পিকুল, সোনাতনসহ বহিরাগত চাকরি প্রত্যাশীরা।

এ বিষয়ে প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশ কেউ অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'